নি • উ • ই • য় • র্ক

নিউইয়র্ক ট্র্যাজেডি

বাঁচার জন্য অনেকেই একশ' কিংবা নব্বই তলা থেকে কোনো কিছু না ভেবেই লাফিয়ে পড়ে কিন্তু চোখের নিমিষেই ধূলিসাৎ হয়ে যায় সব...

লিখেছেন নিউইয়র্ক থেকে নাসরিন চৌধুরী

আমেরিকা এমনই এক জাতি, এরা কোনো কিছুতেই ভেঙে পড়ে না। বিষণ্নতা, দুঃখকে ওরা জয় করে ভালোবাসা আর কাজের মাধ্যমে। ১১ সেপ্টেম্বরের মার্মান্তিক ঘটনা সমগ্র আমেরিকাকে মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। নিউইয়র্কের সৌন্দর্য আমেরিকার অহঙ্কার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার যখন টেরোরিস্ট দ্বারা আক্রান্ত হলো, নিউইয়র্কের আকাশ কমলা রঙ আগুনে ঝলসে উঠলো। প্রায় ৫০ হাজারের মতো নারী-পুরুষ এই ভবন দু'টিতে কাজ করতে আসতো। নয়নাভিরাম এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকতো। প্রায় প্রতিদিন এই বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরে কিংবা আকাশের কাছাকাছি ছাদে হতো সিনেমার শুটিং, মিউজিক ভিডিও কিংবা বিজ্ঞাপনের কাজ। সব থেমে গেছে। পুড়ে মারা গেছে প্রায় সাত হাজারের মতো লোক। মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। অল্পসংখ্যক আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। যখন আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলছিল, এলিভেটরগুলো বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার জন্য বন্ধ হয়ে যায়, সিঁড়ি দিয়ে নামার চেষ্টা করে অনেকে। কেউবা বাঁচার তাগিদে একশ', আশি, নব্বই তলা থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে। তারা বাঁচতে চেয়েছিল। অত উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিণতি কি হবে তারা তা ভাবেনি। অথচ তাদের দেহ মেঝেতে পড়েই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। মাথা ফেটে মগজ বেরিয়ে আসে। এ এক মর্মান্তিক দৃশ্য। সাতজন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে তাদের সবার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। কারণ আগুন এত দ্রুত গতিতে গ্রাস করেছে সবকিছু যে, কোনো কিছু ভাববার আগেই মানুষগুলো ছাই হয়ে গেছে। প্লেনের গ্যালন গ্যালন তেল যখন জ্বলে ওঠে তখন তাপমাত্রা হয়ে যায় দুই হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট সাউথ টাওয়ার, নর্থ টাওয়ার পুড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায় এক লহমায়। পুলিশ, অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা উদ্ধার করতে এসে নিজেরাই নিহতদের তালিকায় মিশে যায়।

প্রেসিডেন্ট বুশ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমেরিকাকে এই শোক কাটিয়ে ওঠার জন্য আহ্বান জানান। শোককে শক্তিতে পরিণত করার কথা বলেন। কাজ-পাগল আমেরিকান জাতি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। চোখের অশ্রু মুছে উঠে দাঁড়িয়েছে আমেরিকায় বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিক। সবাই কাজ করছে, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা বেড়ে গেছে। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রেডক্রস নিহত এবং আহতদের পরিবারকে ত্রিশ হাজার ডলারের চেক দিয়েছে। আরো নানান রকম সাহায্য পাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো। তাদের সন্তানেরা বিনা খরচে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিতে পারবে। পড়ালেখার খরচ তাদের লাগবে না।

নিহতদের পরিবারের নিকটা-ত্মীয়রা আমেরিকার বাইরে যারা বসবাস করছে তাদের আমেরিকায় আসার ভিসা প্রদান করা হচ্ছে, এমনকি প্লেনের টিকেট পর্যন্ত দিচ্ছে আমেরিকা সরকার। বাংলাদেশী কয়েকটি পরিবারের স্বজনরা ইতিমধ্যে আমেরিকা পৌঁছে গেছেন। চারদিকে এখন আমেরিকান পতাকা উড়ছে। এমন কোনো প্রতিষ্ঠান, গাড়ি বা বাসস্থান নেই, যেখানে আমেরিকান পতাকা উড়ছে না। সবাই পতাকা কিনছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের পোস্টার বিক্রি হচ্ছে। ছেয়ে গেছে পতাকায় সমস্ত আমেরিকা। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে বুশ যা করছেন তার সবই প্রশংসার দাবিদার। আমি হলেও বোধ হয় তাই করতাম। নিউইয়র্কের মেয়র জুলিয়ানি দিন রাত পরিশ্রম করছেন। যদিও তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তার ইচ্ছাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে সিনেট। জুলিয়ানি আরো তিন মাস দায়িত্বে থাকবেন। সারা আমেরিকা জুড়ে উড্ডীয়মান পতাকাগুলো দেখে মনে হয় যেন বলছে, ভেঙে পড়ো না। আবার জেগে ওঠো আমেরিকা।